লাথির ঢেঁকি

অমল রায়

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

চরিত্র। লালা হরিরাম, চামচা, পঞ্চু ওঁরাও, শ্যামা হেলা, লখিয়া, হীরা ভুরিয়া, ডোমন রবিদাস ও লক্ষ্মী হাড়ি।
(কলকাতার কাছেই কোনো একটি মফস্বল শহরের হরিজন বস্তি। মঞ্চসজ্জায় বস্তির পরিবেশের কিছু আভাস দিলেই চলবে। সন্ধ্যা। চামচার কাঁধে ভরদিয়ে লালা হরিরামের একটু কুঁজো হয়ে কাৎরাতে কাৎরাতে প্রবেশ।)

লালা। উরিববাবা। কোমরে শালা কি ব্যথা! সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না রে! ওঃ!
চামচা লালাজী, আমার কথাটা মাইরি আপনি একদমই পাত্তা দিচ্ছেন না। শুনতেই চাইছেন না!
লালা। আর কি শুন্‌বোরে চামচা? শোনার আছেটা কি? এই শালা কোমরের ব্যথায় জান বেরিয়ে যাচ্ছে , আর তুই শালা আমার কাছে এসেছিস যত ফালতু বাৎ করতে! উঃ! কি যন্তন্না রে!
চামচা। ফালতু বাৎ নয় লালাজী, একদম সাচ বাৎ!
কারবারে শালা লাল বাতি জ্বলতে বসেছে, ঐ হরিজন সাফাই মজদুরদের শালারা উস্কানি দিচ্ছে, চুল্লুর ঠেক জ্বালিয়ে দিতে বলছে!
লালা
কোন শালা বলছে রে চামচা? নাম কি? ওঃ বহুৎ দরদ! কোমরটা সিধা করতে পারছি না।
চামচা। সাফাই মজদুরদের ওস্কাচ্ছে শ্যামা হেলা, শালা লীডার বনেছে, লীডার। দু দিনের ছোকরা, গলা টিপলে দুধ বেরোবে, সেও শালা চোখ রাঙাতে শিখেছে।
লালা। আঁখ গরম করছে। তা কক! জোয়ান বয়েস, এখনই তো আঁখ দিখলাবে রে চামচা! উঃ! আবার টনটন করছে! পাপ, সব আমার পাপ। পাপের ফল ভুগছি! কোমরে ব্যথা!
চামচা। ব্যাপারটাকে আপনি যেভাবে উড়িয়ে দিচ্ছেন, এটা তত সোজা নয়, ওরা মাল খেয়ে মাস মাইনে উড়িয়ে দেয় ব'লেইতো আপনার কাছে হাত পাতে, ধার নেয়। চোলাইয়ের কারবার উঠে গেলে আপনার সুদে টাকা ধার দেবার ব্যবসাও যে লাটে উঠবে!
লালা। উঠুক, সব কিছু লাটে উঠু ক। সব আমার পাপের ফল। নইলে কত বড় বড় ডাগদরের কাছে ইলাজ করালাম, দাওয়াই খেলাম, সুঁই ভি নিলাম--তবু ব্যথা সারে না। শুধু কোমর বেঁকে ধনুকের মতো হয়ে যাচ্ছে। লালা হরিরাম আজ কুঁজো হয়ে হাঁটছে। এরপরেও বলবি এসব আমার পাপের ফল নয়? উঠে যাক কারবার, দ্বলে যাক চূল্লুর ঠেক, শুধু আমার বেঁকা কোমর সিধা হোক! আর কিচ্ছু চাই না। কুছ নেহি মাংতা!
চামচা। নাঃ, আপনার দেখছি কোমরের ব্যথার চোটে মাথাটাও গোলমাল হয়ে গেছে!
লালা। তোরও যদি এমন কোমরে দপদপানি হতো রে চামচা, তখন তোরও দিমাগ গড়বড় হয়ে যেতো। চল, চল, বাড়ি গিয়ে একটু শুয়ে থাকি। এখন আর সুদিকিস্তির রূপেয়া আদায় করবো না। ঘরে গিয়ে একটু আরাম করি! তুই শালা আমার কোমরটা টিপে দিবি চল!

চামচা। চলুন! আমি গিয়ে গরম তেল মালিশ ক'রে দিচ্ছি, ব্যথাটা একটু কমবে!

লালা। শুধু গরম তেল মালিশ ক'রে কিছু হবে না! আমার কোমরে কেউ যদি এখন ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ ক'রে লাথি মারতো, তবে হয়তো একটু আরাম হতো। কিরে চামচা, মারবি নাকি এই লালা হরিরামের পাছায় কষে একটা লাথি?

চামচা। কি যে বলেন লালাজী? আমি মারবো আপনাকে লাথি? রাম, রাম! একথা শোনাও পাপ।

লালা। জানি, জানি, কোনো শালাই আমার পেছনে লাথি মারবে না। অথচ হয়তো তেমন একটা জব্বর লাথি খেলেই কোমরের ব্যথাটা একদম সেরে যেতো! চল, ঘরেই চল! আজ আর সুদের টাকা আদায় করতে হবে না! (চামচা লালাকে ধরে ধ'রে মঞ্চের বাইরে নিয়ে যায়। একটু বাদে দেশী মদের বোতল হাতে হিন্দী সিনেমার চলতি গান গাইতে গাইতে পঞ্চু ওঁরাও ঢোকে। পেছনে পেছনে শ্যামা হেলা আরেকটু পরে প্রবেশ করে।)

শ্যামা আজ আবার মাল টেনেছিস পঞ্চু? কাল তোকে অত ক'রে বোঝালাম--

পঞ্চু। কেন বাওয়া, আমার পেছনে সেই তখন থেকে লেগে রয়েছো? একটু তেল খেয়েছি সেটাও তোমার সহ্য হচ্ছে না? যাও, যাও, বেশি বাকতাল্লা মেরো না, ঘর যাও।

শ্যামা। ঘরে তো যাবোই, কিন্তু তা'বলে তুই কি আমার কোনো কথাই শুনবি না?

পঞ্চু। আর যা বলো, সবই শুনছি লীডার সাহাব! শুধু মাল ছাড়তে বলো না। শুনবো না।

শ্যামা। কেন শুনবি না? তুই কি বুঝতে পারছিস না-- এই চোলাই মদ তোর কত বড় সর্বনাশ করছে? আমরা ইউনিয়ন থেকে অনেক লড়াই ক'রে সাফাই মজদুরদের কিছু মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছি। এখন আমাদের ঘরে তেমন একটা অভাব থাকার নয়। অথচ সব পয়সা যদি বোতল খেয়েই উড়িয়ে দিবি, তবে মাইনে বাড়িয়ে কি লাভ হলো?

পঞ্চু। লীডার সাহাব, তুমি কি এখন লাল ঝান্ডা গুটিয়ে ফেলে গান্ধীবাবার চেলা হয়েছো নাকি? পার্টি ছেড়ে হরিজন সেবক সংঘ করছো বুঝি? তাই মাল ছাড়তে বলছো?

শ্যামা। কি সব আলতু ফালতু বকছিস? আমি আবার লাল পার্টি কবে ছাড়লাম?

পঞ্চু। তবে শালা তুমি মাল ছাড়তে বলছো কেন চাঁদু? আমি তো শুনেছি ল্যালিন ইষ্টালিন-মার্কোস--সবকটাই মাল খেতো--বিলাইতি মাল--

শ্যামা। উরিববাস! এ দেখছি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সার কথা বুঝে গেছে!

পঞ্চু। কেন বুঝবো না কমরেট শ্যামা হেলা সাহাব। সব শালা তুমি বুঝবে? আমি কিছু বুঝতে পারবো না? এটা কি রকম কথা লীডারজী?

শ্যামা। না, না, তুই বুঝবি না কেন? কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টি মানে মাল খাওয়ার পার্টি নয়।

পঞ্চু। হেলাজী, আমি কিমলিশ ভি আছি, আউর আদিবাসী ভি আছি! আমি পঞ্চু ওঁরাও জাত আদিবাসী! আদিবাসী কখনো মাল না খেয়ে থাকতে পারে? মাল খাওয়া আমাদের ধরম আছে। মুলুকে থাকলে হাড়িয়ে খেতাম, পচাই খেতাম, এখানে চুল্লু খাই।

শ্যামা। তোদের তো আমি আগে একদিন শহীদ শঙ্কর গুহ নিয়োগীর কথা শুনিয়েছিলাম পঞ্চু। কিন্তু মধ্যপ্রদেশের ছত্তিশগড়ে সে হাজার হাজার আদিবাসীকে মদ ছাড়িয়েছিল, সমস্ত চোলাই মদের ভাটিখানাগুলো আদিবাসীরা নিজেরাই ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল!

পঞ্চু। আর ঐ জন্যেই তাকে শহীদ হতে হয়েছিল কমরেড শ্যামা হেলা! তুমিও এখানে ঐ শঙ্কর গুহনিয়োগী হতে চাও? তাহলে তোমাকেও ওপরে যেতে হবে গু। লালা হরিরামের চুল্লুর ঠেক ভেঙ্গে দেখো না, লালা তোমার পেছনে আছোলা বাঁশ পুরে দেবে।

শ্যামা। না, পারবে না। তোরা আমার সঙ্গে থাকলে কেউ আমার চুলও ছুঁতে পারবে না।

(বৃদ্ধ লখিয়া হেলার প্রবেশ। সেও ঈষৎ মত্ত। পা টলছে।)

লখিয়া। কে রে, এই ভর সন্ধেয় আবছা আন্ধারে এখানে গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করছে কে?

পঞ্চু। এই দ্যাখো না লখিয়া বুড়ো, তোমার ছেলে শ্যামা তখন থেকে আমার পেছনে কাঠি ক'রে যাচ্ছে! মদ ছাড়ো, মদ ছাড়ো ক'রে এমন জ্ঞান দিচ্ছে যে নেশাটাই কেটে যাচ্ছে!

লখিয়া। ও শালা তো জ্ঞান দেবেই, লীডার বনেছে না, লীডার! জ্ঞান না দিলে লীডার হয়?

শ্যামা। বাবা, তুমি আজও মদ খেয়েছো?

লখিয়া। বেশ করেছি, তোর বাপের পয়সায় খাই নি, নিজের পয়সায় খেয়েছি!

পঞ্চু। শালা নিজের বাপকে মাল খাওয়া ছাড়াতে পারে না, আমাকে জ্ঞান দিতে এসেছে। হুঁঃ! (হীরা ভূরিয়ার প্রবেশ, মধ্যবয়স্ক।)

হীরা। কে কাকে জ্ঞান দিচ্ছে রে পঞ্চু? জ্ঞান দিচ্ছে কে?

পঞ্চু। এই দ্যাখো না হীরাদা, সেই তখন থেকে শ্যামা শালা আমাকে মদ খাওয়া বন্ধ করার কথা বলে যাচ্ছে। বলো দেখি--এক কথা বার বার শুনতে কার ভালো লাগে?

হীরা। কথাটা যদি ভালো হয়, তবে বারবার সে কথা শোনা উচিত!

পঞ্চু। ভালো কথা? আমি এতদিন ধ'রে পাইট কে পাইট তেল খাচ্ছি, ওর কথা শুনেই তা' ছেড়ে দেবো? মাজাকি পেয়েছো?

হীরা। আমি হীরা ভুরিয়া যদি ছাড়তে পারি, তবে তুমি পঞ্চু ওঁরাওই বা পারবে না কেন?

শ্যামা। (বিস্ময়ে) হীরাদা, তুমি মাল খাওয়া ছেড়ে দিলে?

হীরা। হ্যাঁরে শ্যামা, সত্যিই ছেড়ে দিলাম। আজ দিন দশেক হয়ে গেলো লালা হরিরামের চোলাইয়ের আখড়ায় একদিনও উঁকি মারতে যাইনি!

লখিয়া। (ব্যঙ্গের সুরে) খুব বড়ো কাজ করেছো, মস্তো কাজ করেছো ভদ্দর বাবু বনেছো।

শ্যামা (ধমকে) বাবা, কি বলছো যাতা!

লখিয়া। চুপ কর শ্যামা, তুই আমাকে চোখ রাঙাতে আসিস না। আমি তোর বাপের পয়সায় খাই না, নিজে এখনও গতর খাটিয়ে খাই।

পঞ্চু। (হেসে) বুড়ো শালা মালের ঘোরে নিজের ছেলেকেই চিনতে পারছে না।

হীরা। লখিয়া হেলা, জ্যারা শোচ সমঝকে বাৎ করো।

লখিয়া। চুপ কর হীরা! মাল খাওয়া ছেড়ে তোরা শালা ভদ্দরবাবু বনতে চাইছিস। কিন্তু ভদ্দর বাবুরা তোদের দলে নেবে না, ওরা উঁচা জাত, আদিবাসী-হরিজনকে শালারা লাথ মেরে ভাগাবে! নীচা জাত চিরকালই সাফাই মজদুর হয়, বাবু হয় না! এই তো তোরা সব মাঝে মাঝে বাবুদের বাড়ির নর্দমা সাফ করতে যাস, ট্যাংকি সাফ করিস। বাবুরা তোদের ছেঁায়া লাগার ভয়ে টাকাটাও ছুঁড়ে দেয়। বাবুদের বাড়ির ঘরে কুনোদিন তোদের ঢুকতে দেয়? জল চাইলে কুনোদিন ঘরের গেলাসে জল দেয়? লাল ঝান্ডা--তিরঙ্গা ঝান্ডা--সব ঝান্ডার বাবুরাই তোদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলে। আদিবাসী-হরিজন সাফাই মজদুরকে কেউ ঘরে ডাকে না।

পঞ্চু। বুড়া-ই কথাটো একদম ঠিক বলেছে, বিলকুল সাচ বাৎ।

লখিয়া। আমরা চুল্লু খাবো না কেন? দিনরাত নোংরা কাজ, গন্দা কাজ করছি। বাবুরা সব নোংরা করবে, আর সাফাই করবো আদিবাসী হরিজন মজদুরের দল। একদিকে সব সময় নোংরা ঘাঁটছি, আবার উঁচা জাতের বাবুদের ঘেন্নাও সইছি। ঐজন্যেই তো মাল খাই; মাল খেয়ে সব ভুলে থাকি। শও শও বচ্ছর ধ'রে এই চলে আসছে, এই চলে আসবে।

শ্যামা। নারে বাপ, আর চলবে না। চাকা এবার ঘুরছে। সারা দেশ জুড়ে দলিত আর আদিবাসীর ঘুম ভাঙ্গছে, তারা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। না, মাল খেয়ে আমরা আর কিছু ভুলতে চাই না। এবার কড়ায়গন্ডায় সব হিসেব নেবার পালা আসছে।

হীরা। ঐজন্যেই লালা হরিরামের দল আমাদের চোলাই খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চায়। আর তোরা তাদেরই পাতা ফাঁদে পা দিতে চলেছিস। আমাদের বুকের ভেতরে ঘেন্নার যে অজগর সাপটা রাগে ফুঁসছে, তাকে তোরা মাল খাইয়ে নেশায় ঝিমিয়ে রাখছিস! না এটা আর হবে না। নীচা জাত ব'লে সাফাই মজদুর ব'লে যারা আমাদের ঘেন্না ক'রে এসেছে, এবার থেকে আমরা তাদের পাল্টা ঘেন্না করবো।

(লক্ষ্মী হাড়ির প্রবেশ। তিরিশ/পঁয়ত্রিশ বছর বয়েস)

লক্ষ্মী। আমার মরদটাকে দেখেছিস কেউ? দোকান যাচ্ছি ব'লে কখন বেরিয়েছে-

পঞ্চু । কে, বিরজু ? ও শালাকে তো দেখলাম লালার চুল্লুর ঠেকে বসে মাল টানছে।
লক্ষ্মী। দাঁড়া, হারামজাদা ঘরে আসুক, আজ ওকে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়বো! কি বেয়াক্কেলে লোক দেখেছো! চাল আর তরি-তরকারী কেনার টাকা নিয়ে বেরিয়েছে, মদের দোকানে সব উড়িয়ে আসবে। আর আমি আর ছেলেমেয়ে দুটো সার ারাত উপোস ক'রে থাকবো! হর রোজ একই কান্ড ঘটছে!
শ্যাম। ঐজন্যেই তো তোমাদের বারবার বলেছি, লছমী দিদি, লালার চোলাই মদের ঠেকটা তোমরা মেয়েরা গিয়ে ভেঙ্গে দাও, না হ'লে রোজই উপোস করতে হবে।
লখিয়া। দ্যাখ শ্যামা, উস্কানি দিয়ে আগুন জ্বালাস নি। লালা হরিরামের কত ক্ষমতা জানিস? সব জায়গায় টাকা ছড়িয়ে হাত ক'রে রেখেছে। তোদের পাশে কেউ দাঁড়াবে না। বরং লালার গুন্ডারা এই বস্তি জ্বালিয়ে দিয়ে যাবে।
হীরা। অত সহজ নয় লখিয়া বুড়ো। আমরা এক কাট্টা থাকলে কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না।
(ছুটে ডোমন রবিদাসের প্রবেশ।)
ডোমন। অ্যাই শ্যামা, অ্যাই হীরা, অ্যাই পঞ্চু - কথাটা তোরা শুনেছিস?
শ্যামা। কি কথা রে ডোমন? এত চেল্লাচ্ছিস কেন?
ডোমন। চিল্লাবো না? লালা হরিরাম বিলকুল বদলে গেছে!
লক্ষ্মী। লালা বদলে গেছে? যাঃ, কি যে বলিস!
ডোমন। হাঁ ভাবী, একদম বদলে গেছে! রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রে বলছে- আমি চুল্লুর ঠেক তুলে দেবো, সুদের কারব ার ছেড়ে দেবো!
লখিয়া। কেয়া ? শের বলছে - খুন খাবে না, সব্জি খাবে?
ডোমন। হাঁ তাই! লালা নিজের চুল্লুর দোকান ভেঙ্গে দেবে, সুদ নেওয়া বন্ধ করবে।
শ্যামা। না, না, এ কি করে হয়? অসম্ভব, একেবারে অসম্ভব এটা!
ডোমন। না রে শ্যামা; আমি সাচ বলছি, বিলকুল সাচ!
হীরা। তুই কি করে জানলি ডোমন?
ডোমন। আরে- আমি এইমাত্তর লালার বাড়ির পাশ দিয়ে আসছিলাম দেখি কি, লালা তার বাড়ির সামনের বারান্দায় বসে বহুৎ চিল্লাচ্ছে। আর আঁশু বহাচ্ছে। লালা কান্দছে!
লক্ষ্মী। লালা কান্দছে? দূর! সাপ কখনো চোখের জল ফেলে?
ডোমন। মাইরী লছমী ভাবী- আপনে আঁখসে দেখা!
লালা কান্দছে!
শ্যামা। কুমীর কাঁদছে-কুমীরের কান্না।
পঞ্চু। চুপ কর শ্যামা, শুনতে দে ডোমনের কথা! বল ডোমন-
ডোমন। লালা কান্দছে আর বলছে- বহুৎ পাপ করেছি তাই আমার এই দশা। আমি ভাঁটিখানা নিজে হাতে ভেঙ্গে দেবো, সুদের কারবারতুলে দেবো, যাদের যাদের জিনিস নিয়েছি ফেরৎ দিয়ে দেবো!
লখিয়া। যাস্ শালা-ভাঁটিখানা তুলে দেবে?
পঞ্চু। তা'হলে শালা চোলাই পাবো কোথায়?
হীরা। এক ঝাপ্পড় মারে গা পঞ্চু ওঁরাও। এত বড় একটা কান্ড ঘটছে, আর এরা শালা মাল খাবার খোয়াব দেখছে!
শ্যামা। ঠিক ক'রে বল ডোমন, তুই মিথ্যে বলছিস না তো?
ডোমন। সন্ত রবিদাসের দিব্যি শ্যামা, আমি মিছে কথা বলছি না। বরং আমায় দেখতে পেয়ে লালা নিজে আমায় ডেকে বললো- 'আয় ডোমন আয়, আমি বহুৎ পাপ করেছি, তোদের চুল্লু খাইয়ে ঘটি-বাটি গাব করেছি, তুই আমাকে লাথি মার ডোমন, আমার পাছায় কষে লাথি মার, আমার প্রচিত্তির হোক।'
লখিয়া। শালা নির্ঘাৎ পাগল হয়ে গেছে! অচ্ছুত ডোমন রবিদাসের লাথি খেতে চাইছে লালা হরিরাম! উরিববাস!
হীরা। তুই কি করলি, লাথি মারলি?

ডোমন। পাগল নাকি? আমি শালা ভয়ে পালিয়ে এলাম। মনে হচ্ছে- লালা হয়তো এখানেও আসবে তোদের কাছে ছমা চাইতে ।

লক্ষ্মী। আসবে কি? এসে গেছে ! ঐ যে চামচাটাকে নিয়ে আসছে লালা।

(পূর্ব বর্ণিত অবস্থায় চামচাকে ধ'রে আর্তনাদ করতে করতে লালা আসে।)

লালা। (হাতজোড় ক'রে) আমি ছমা চাইছি, তোদের সকলের কাছে ছমা চাইছি রে শ্যামা। আমি বহুৎ পাপ করেছি। তাই আজ আমারএই দশা। তোরা আমাকে ছমা ক'রে দে ভাইয়া। স্রেফ্ আমি নীচা হতে পারছি না, কোমরে বহুৎ ব্যথা, নইলে উঁচা জাত হয়েও তোদেরমতো অচ্ছুতদের গোড় ধ'রে ছমা চাইতাম!

লক্ষ্মী। এযে দেখি-ভূতের মুখে রাম নাম!

লালা। কে? লছমী? লছমী হাড়ি? তুইও আমাকে ছমা ক'রে দে মাইয়া।

লক্ষ্মী। মাইয়া? এখন আমাকে মা ব'লে ডাকছে হারামজাদা! অথচ একদিন আমার ইজ্জত লুটতে এসেছিল শয়তান! ভেবেছিস ভুলে যাবো সেদিনের কথা?

লালা। না, না, একদম ভুলিস নি লছমী, একদম না! আমি তো ইজ্জত লুটতে গিয়েছিলাম, গুন্ডা লাগিয়ে তোকে তোর ঘর থেকে তুলেনিতে চেষ্টা করেছিলাম, স্রেফ তুই বঁটি হাতে খে দাঁড়িয়েছিলি ব'লে পারিনি- এসব কথা একদম ভুলিস নি তুই। তারপরেও তোর ওপর শোধ নেবার জন্যে তোর সাদাসিধে মরদ বিরজুকে আমি চুল্লুর নেশা ধরিয়েছি, তোদের ঘটি বাটি পর্যন্ত মিথ্যে দেনার দায়ে গাব করেছি মনে কর- সবকিছু মনে কর লছমী, কিচ্ছু ভুলিসনি!

লক্ষ্মী। একি পাগল হয়ে গেছে? কি সব বলছে লোকটা।

লালা। সব মনে কর লছমী-সব- তোদের ওপর যত অত্যাচার করছি, সব মনে কর, আর মনে করতে করতে রাগে ফেটে পড়, খেপে যা! আর সেই রাগের আগুন মাথায় নিয়ে লাথি মার আমাকে, এই আমি পেছন ফিরে দাঁড়াচ্ছি-মার লাথি অ ামার পাছায়--

লক্ষ্মী। হায় রাম, লোকটার মাথাটা সত্যিই গেছে দেখছি!

লালা। নারে লছমী, আমার মাথা ঠিক আছে! দিমাক বিলকুল সাফ। আমি শুধু আমার পাপের প্রাচিত্তির করতে চাই! ম ার লাথি, তোরইজ্জত লুটতে এসেছিল যে শয়তান, তোর মরদকে মদ ধরিয়েছে যে বজ্জাত, মার পাছায় ক্যাৎ ক'রে একট া লাথি।

লক্ষ্মী। (সবাইকে) আমি কি করবো? লাথি মারবো?

লখিয়া। না লছমী, না! লাথি মারিসনি! উঁচা জাতের গায়ে পা ঠেকাস নি। পাপ, মহাপাপ হবে।

শ্যামা। না, কোনো পাপ হবে না। দুনিয়াটা উল্টে যাচ্ছে। উঁচা-নীচ কোনো ভেদভাও থাকবে না। মারো লাথি লছমী ভাবী, মারো।

(লক্ষ্মী দ্বিধাগ্রস্থ ভাবে লালার কোমরে লাথি মারে।)

লালা। এত আস্তে লাথি মারলি কেন লছমী? এযে ফুল ছুঁড়ে মারা হলো। আরো জোরে মার!

লক্ষ্মী। না বাবা, আমি আর মারবো না।

লালা। তা'হলে অন্য কেউ মার। এই পঞ্চু ওরাঁও। তোর মনে আছে একদিন তুই মাল খেয়ে পয়সা দিসনি ব'লে আমি তে াকে খারাপ খারাপ খিস্তি দিতে দিতে জুতো পেটা করেছিলাম!

তবে সেই কথা মনে ক'রে আমার পাছায় মার লাথি! মার না।

পঞ্চু। (সলজ্জ) মারবো? দিই শালা মেরে! (একটু সতর্কভাবে পা ছোঁড়ে।)

লালা। (একটু সোজা হয়) আঃ। কি আরাম। কিন্তু পঞ্চু, তুই তো ওঁরাও, আদিবাসী। তোর লাথিতে আরো জোর থ াকতে পারতো। এত হাল্কাভাবে লাথি মারলি কেন?

পঞ্চু। লজ্জা করছিল, লজ্জা। শরম্ লাগছিল।

লালা। তুই কি মেয়েছেলে যে, তোর শরম লাগবে? মারবি নাকি আর একটা লাথি? আরো জোরে?

পঞ্চু। না, লালা। আর মারবো না, থাক।

লালা। তবে থাক। যেটুকু মেরেছিস তা'তেই বেশ আরাম হয়েছে। লখিয়া বুড়ো, ইচ্ছে হ'লে তুমিও আমার পেছনে লাথি মারতে পারো। তোমাকেও তো আমি কম জ্বালাই নি।

লখিয়া! হ্যাঁ লালা, আমার সারাজীবন তুমি ছারখার করেছো, যা রোজগার করেছি সব গেছে তোমার সুদ যোগাতে। এখনও আমার জোয়ান ব্যাটা শ্যামাকে তুমি মারবার মতলব আঁটছো। তবু আমি তোমার গায়ে পা ঠেকাবো না লালা তুমি উঁচাজাত আর আমি হরিজন।

লালা। না মারলে বয়েই গেলো। বুড়োর লাথির আর জোর কতটুকু? হাঁরে ডোমন, তখন তো খুব কথা না শুনে পালিয়ে এলি। এখন একটা জোরে লাথি কষা দেখি কোমরটায়।

ডোমন। না লালা, আমি পারবো না। অমি মারবো না।

লালা। এরকম করলে কি করে চলে? আমি মহাপাপী। তোদের কত সর্বনাশ করেছি। তোরা আমার পাছায় লাথি মারলে আমার প্রাচিত্তির হবে। ব্রাম্ভ্ন পন্ডিত বিধান দিয়েছে। আর তোরা সামান্য লাথি মেরে আমার একটু উপ্কার করতে প ারছিস না?

হীরা। শালার মতলব কি বলতো শ্যামা?

শ্যামা। কি জানি। বুঝতে পারছি না।

হীরা। লালা, আমি তোমাকে লাথি মারবো। জোরেই লাথি মারবো।

লালা। কে? হীরা ভুরিয়া? মার বাবা, জোরে লাথি মার। আমার প্রাচিত্তির হোক।

হীরা। তার আগে বলো দেখি সত্যিই কি তুমি মদের ঠেক তুলে দেবে, সুদের কারবার বন্ধ করবে?

লালা। হ্যাঁরে বাবা, হ্যাঁ। সব বন্ধ করবো। তোদের যেসব জিনিস হাতিয়ে নিয়েছি সব ফেরৎ দেবো, এবার একটা ক্যাঁৎ ক'রে লাথি মার হীরা। (হীরা বেশজোরে লাথি মারে। লালা আঁক শব্দ ক'রে আরেকটু সোজা হয়।) বাঃ বাঃ চমৎকার। দাণ লাথি মেরেছিস হীরা। আমার দাণ আনন্দ হচ্ছে, মানে প্রাচিত্তির হচ্ছে। কিন্তু আর কেউ লাথি মারবে না? শ্যামা --

শ্যামা। হাঁ লালা। আমি তোমাকে লাথি মারবো। প্রত্যেকদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কিংবা রাত্তিরে ঘুমোতে যাবার সময় এই বস্তির প্রত্যেকটা লোক তোমার মুখে যে লাথিটা মারতে চায়, কিন্তু পারে না, আমি কিন্তু সেই লাথিটা মারছি লালা!

লালা। কথা না ব'লে লাথিটা মেরেই দেখা না শ্যামা। তবে বুঝি তোর তাগদ।

শ্যামা। এতদিন যত জুলুম করেছো--এই লাথিটা হোক তার বদলা। লালা, তৈরী হও। (শ্যামা দৌড়ে ছুটে এসে লাফিয়ে লাথি মারে। লালা পুরোপুরি সোজা হয়ে যায়।)

লালা। আঃ। এতক্ষণে একটা লাথির মতো লাথি মারলি রে শ্যামা। বহুৎ বহুৎ সুত্রিয়া। কোমরের সব ব্যথা তোর এক লা থির চোটে সেরে গেলো! কত ডাগদর, কত দাওয়াই যা করতে পারেনি, তোর এক লাথিতেই তা হয়ে গেলো, তোর মতে া এত ভালো লাথি মারতে কেউ জানে নারে শ্যামা। চামচা

--চামচা। বলুন লালাজী।

লালা। দিকিস্তির খাতাটা বার কর চামচা। এবার ওদের শুনিয়ে দে--আজ কাকে কত সুদের টাকা দিতে হবে।

লক্ষ্মী। তার মানে সুদের কারবার তুলে দেবার কথা-টথা-সব ভাঁওতা।

লালা। হ্যাঁরে শালী, সব ভাঁওতা। মালের ঠেকও থাকবে, সুদের কারবারও চলবে।

হীরা। তাই যদি হয়, তবে আমাদের দিয়ে পাছায় লাথি মারালি কি জন্যে?

লালা। আরে গিদ্ধড় কি বাচ্চে--ইয়ে প্রায়শ্চিৎ নেহি, ইয়ে ইলাজ থা। আমার কোমরের ব্যথা সেরে গেছে তোদের লা থির জন্যে--শ্যামার লাথিতেই অবশ্য সবচেয়ে বেশী কাজ হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা ভ্যানিশ! শ্যামার যে আমার ওপর কত রাগ, তা ওর লাথিই বুঝিয়ে দিয়েছে। তবে তা'তে আমার ভালোই হয়েছে, নামজাদা ডাক্তাররা যা পারেনি, ওর লাথি তা পেরেছে।

চামচা। লালাজী, আমি তা'হলে শালাদের পাওনা গন্ডার হিসেবটা পড়ে শোনাই?

লালা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পড়ে দে চামচা। ওরা প্রতি মাসের মতো আজও টাকা পয়সা এনে দিক! (শ্যামা ও হীরার মধ্যে চোখে চোখে কথা হয়)

চামচা। ডোমন রবিদাস এমাসের সুদ তিনশো তেরো টাকা।
ডোমন। নেহি লালা, আমার সুদ এতো হয়নি। (শ্যামা ডোমনকে হাত তুলে ইশারা করে। ডোমন চুপ করে যায়।)
চামচা। বিরজু হাড়ি--চারশো পাঁচ টাকা পঁচিশ পয়সা।
লালা। যা, লছমী, তোর মরদের টাকাটা নিয়ে আয়। (শ্যামা লক্ষ্মীকে ইঙ্গিত করে। লক্ষ্মী চলে যায়।)
চামচা। লখিয়া হেলা--দুশো ষাট টাকা পঞ্চাশ পয়সা।
লখিয়া। হেই লালা, তোর সব ধার আমি শুধে দিয়েছি। তুই আর এক পয়সাও পাবি না।
লালা। বুড়োর ভীমরতি হয়েছে রে চামচা। আসল সুধে দিলেও সুদ যে চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ে, তা' জানেনা।
লখিয়া। না লালা, তুই মিছে বলছিস-- (শ্যামার ইশারায় লখিয়া চুপ করে যায়।)
চামচা। পঞ্চু ওঁরাও--ছশো বাহান্ন টাকা।
পঞ্চু। লালা--(শ্যামা হাত তুলে ওকে ইশারা করে। পঞ্চুও আর কথা বলে না।)
চামচা। হীরা ভূরিয়া--একশো তিন টাকা। (হীরা স্থির চোখে লালার দিকে তাকায়।)
লালা। যাও, সববাই রূপেয়া নিয়ে এসো, আমার আর টাইম নেই। জলদি। (ইতিমধ্যে ওরা সবাই আস্তে আস্তে লালা ও চামচাকে ঘিরে ফেলতে থাকে।)
শ্যামা। লালা হরিরাম--আমার কাছে পাবে না?
লালা। (হেসে) তোর সঙ্গে হিসেব নিকেশটা পরে করবো রে শ্যামা। তবে তুই কিন্তু আজ একটা জববর লাথি কষিয়েছিস মাইরি, আমার ব্যথা একদম সেরে গেছে।
শ্যামা। আজ যে লাথিটা মেরেছি, আর ওরা লজ্জায় যে লাথিগুলো মারতে পারেনি, সেইসব লাথিগুলো এখন আমরা আবার মারবো লালা। তোরা তৈরী থাক।
লালা। কেয়া? লাথি মারেগা?
শ্যামা। হ্যাঁ, লাথি। সত্যিকারের লাথি মার সবাই-- হারামজাদাদের তলপেট ফাটিয়ে দে। (নিমেষের মধ্যে ওরা সবাই ল াথি মারতে থাকে লালা ও তার চামচাকে। এখানে স্ট্রোভ লাইট ব্যবহার করা যায়। এই আকস্মিক আক্রমণে ওরা দুজন এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতেথাকে এবং লাথি খেতে খেতে চেঁচাতে থাকে ভয়ে, তারপর দুজনেই পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী বঁটি হাতে এলোচুলে এসে ঢোকে।)
লক্ষ্মী। একদিন এই বঁটি হাতে নিজের ইজ্জত বাঁচিয়ে ছিলাম। আজ আবার সেই বঁটি হাতে তুলে নিয়েছি তোর মত বেইম ানকে শেষ করতে। (লালার বুকে পা তুলে দিয়ে দাঁড়ায় লক্ষ্মী। শ্যামা চামচাকে লাথি মারতে মারতে বলে--)
শ্যামা। এবার সত্যিই আমরা চুল্লুর ঠেক ভেঙ্গে দেবো, সুদের কারবার লাটে তুলবো।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com